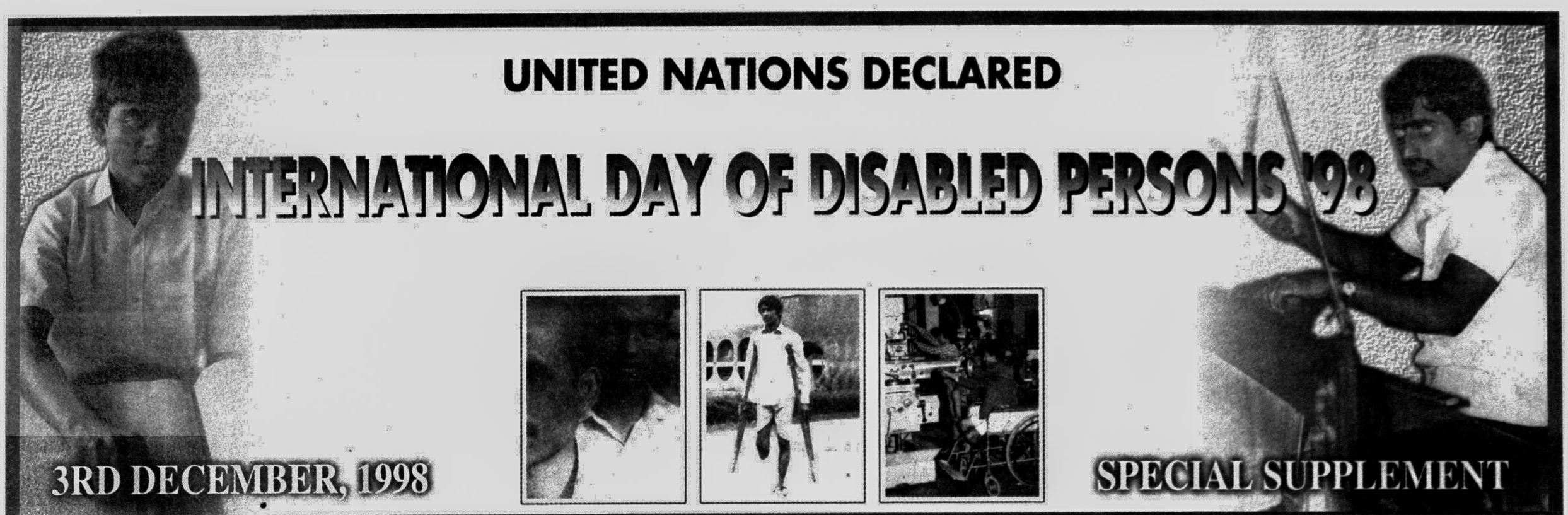

Coordination & Management by Directorate of Social Services, Ministry of Social Welfare | Assisted by : Jatyo Aundha Sangstha | The Daily Star | December 3, 1998 | Planned & Designed by : Nishu Advertising

Observance of the International Day of Disabled Persons

3 December 1998
Theme for 1998 : Arts, Culture and Independent Living

The United Nations observes annually, on 3 December, the International Day of Disabled Persons. The theme for the observance of the Day in 1998 at United Nations Headquarters is "Arts, Culture and Independent Living".
The theme for 1998 reflects a number of priority concerns of the World Programme of Action concerning Disabled Persons, its "equalization of opportunities" objective in particular. The World Programme urges, for instance, that Governments, which have not already done so, ensure that persons with disabilities have opportunities to utilize their creative, artistic and intellectual potential to the enrichment of society as a whole. The Programme also encourages Governments : to provide services to enable persons with disabilities to live as independently as possible; to promote opportunities for persons with disabilities to establish, develop and manage such services; and to adopt policies and establish structures and services that ensure equal opportunities for productive and gainful employment by people with disabilities in open markets.

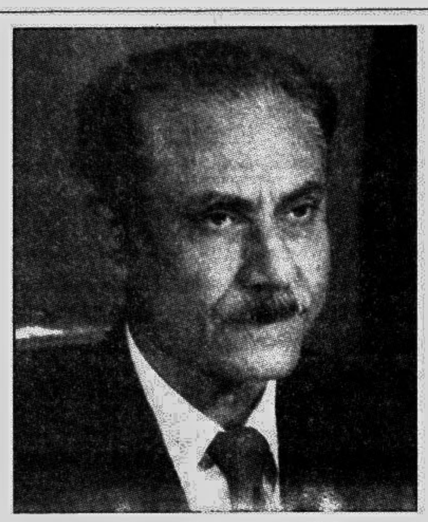

রাষ্ট্রপতির বাণী

অন্যান্য দেশের মত আমাদের দেশে আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী দিবস পালিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ দিনে আমি সকল প্রতিবন্ধীকে জানাই আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা।

প্রতিবন্ধীদের যথাযথ শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হলে তারা স্বাবলম্বী হয়ে জাতীয় কর্মকান্ডে অন্যদের মতই মূল্যবান অবদান রাখতে পারে। সহানুভূতির মনোভাব নিয়ে তাদের কল্যাণে এগিয়ে আসা প্রতিটি নাগরিকের দায়িত্ব ও কর্তব্য। সমাজের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে প্রতিবন্ধীদের কল্যাণে সরকারের সঙ্গে সঙ্গে বেসরকারী সমাজ কল্যাণমূলক সংস্থাগুলোকে এগিয়ে আসতে হবে।

আমি এ দিবসের সার্বিক সাফল্য কামনা করি।

বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ
রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ

বাণী

বর্তমান সরকার প্রতিবন্ধীদের রক্ষনাবেক্ষণ ও সার্বিক কল্যাণের কর্মসূচীকে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে গ্রহণ করেছে। এই লক্ষ্যে বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও ৭ম আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী দিবসটি সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয় ও ন্যাশনাল ফোরাম অব অর্গানাইজেশনস্ ওয়ার্কিং উইথ দি ডিসএ্যাবল্ড-এর যৌথ উদ্যোগে যথাযথ মর্যাদায় উদ্‌যাপন করছে। এ উপলক্ষে একটি "ক্রোড়পত্র" প্রকাশের প্রচেষ্টা রয়েছে। এ প্রচেষ্টাকে আমি অভিনন্দিত করছি।

প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠি আমাদের সমাজেরই অবিচ্ছেদ্য অংশ। তারা এদশেরই সন্তান। তাদের জন্য সকল সুযোগ সুবিধা সৃষ্টি করে কর্মঠ সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে এবং তাদের শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসনের উপর গুরুত্ব আরোপ করে সরকারের উন্নয়ন পরিকল্পনায় তাদের ন্যায্য অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে বর্তমান সরকার আগ্রহী। প্রতিবন্ধীরাও যাতে দেশের সার্বিক উন্নয়ন কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত থেকে দেশকে উন্নত করতে প্রয়াসী হতে পারে - এটা আমাদের প্রত্যাশা।

আমি প্রতিবন্ধীদের সর্বাংগীন উন্নতি কামনা করি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবি হোক

শাহ এ এম এস কিবরিয়া
অর্থমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

প্রধানমন্ত্রীর বাণী

বিশ্বের অন্যান্য সকল দেশের সাথে বাংলাদেশে আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী দিবস পালনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে জেনে আমি আনন্দিত। প্রতিবন্ধী জনসাধারণের সার্বিক কল্যাণ সাধনে আমাদের সরকার দেশীয় ও আন্তর্জাতিক মহলে অগ্রণী ও আন্তরিক ভূমিকা পালনে অঙ্গীকারবদ্ধ।

প্রতিবন্ধীরা সমাজেরই অংশ। বাংলাদেশসহ সমগ্র বিশ্বের মোট জনসংখ্যার এক দশমাংশ লোক শারীরিক, মানসিক, শ্রবণ অথবা দৃষ্টি প্রতিবন্ধীত্বের শিকার। সার্বিক ক্ষতিগ্রস্থ লোকদের অন্তর্ভুক্ত করলে এ হার শতকরা ২৫ ভাগে উন্নীত হতে পারে। উন্নয়নশীল দেশে শতকরা ৮০ ভাগ প্রতিবন্ধী গ্রামে বাস করে। পরিবারের সদস্য ও রাষ্ট্রের সকল নাগরিকের মত তাদেরও রয়েছে স্বাভাবিক জীবন যাপনের অধিকার। উন্নয়নের মূল ধারায় এদেরকে সম্পৃক্ত করে জাতি গঠনে দেশের সকল নাগরিকের জন্য সমন্বিত ও সমান সুযোগ সৃষ্টি করা আমাদের পবিত্র দায়িত্ব ও কর্তব্য।

প্রতিবন্ধীদেরকে আর্থিক ও সমাজিকভাবে পুনর্বাসন করার মাধ্যমে সমাজের সকল অংশের সার্বিক কল্যাণ নিশ্চিত করা সম্ভব। আমাদের সরকার প্রতিবন্ধী শিশুদের উপযুক্ত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রদান; প্রতিবন্ধী পুনর্বাসনে চিকিৎসা সেবা, উপকরণ সরবরাহ; বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ, পুনর্বাসন ও পরামর্শ প্রদান; জাতীয় বিশেষ শিক্ষা কেন্দ্র স্থাপন এবং এ বিষয়ে বিদ্যমান জাতীয় নীতিমালার আলোকে ব্যাপক কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। সার্কসহ আন্তর্জাতিক বিভিন্ন ফোরামে প্রতিবন্ধীদের কল্যাণে সমন্বিত ও আন্তর্জাতিক ভূমিকা গ্রহণেও আমরা অগ্রণী ও উদ্যোগী ভূমিকা গ্রহণ করেছি। আমি সরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি প্রতিবন্ধীদের পুনর্বাসনসহ সার্বিক কল্যাণ সাধনে বেসরকারি ও স্বেচ্ছাসেবী মহলকেও এগিয়ে আসার আহ্বান জানাই।

আমি ০৩ ডিসেম্বর বিশ্বব্যাপী আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী দিবস ১৯৯৮ উপলক্ষে গৃহীত সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবি হোক

শেখ হাসিনা
প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

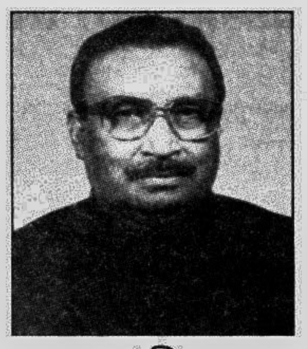

বাণী

আজ আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী দিবস '৯৮ সারাদেশে উদ্‌যাপিত হচ্ছে। এ দিবস উপলক্ষে একটি ক্রোড়পত্র প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে জেনে আমি আনন্দিত। এ উদ্যোগ অবশ্যই প্রশংসনীয়। এ উদ্যোগের সফলতা কামনা করছি।

প্রতিবন্ধীরা আমাদের ভাই, বোন, আত্মীয় পরিজন। এরা সমাজের বিচ্ছিন্ন কেউ নয়। ঘটনার দূর্বিপাকে জীবনের একটি পর্যায় বা জন্মগত কারনে কেউ কেউ প্রতিবন্ধীত্ব বরণ করেছেন। তাদেরকে উপযুক্ত পরিচর্যা, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সঠিকভাবে গড়ে তুলতে হবে। তাদেরকে অবশ্যই সুযোগ করে দিতে হবে যাতে করে তারা দেশের সার্বিক উন্নয়ন কর্মকান্ডে নিজেদেরকে সম্পৃক্ত করতে পারে। তা হলেই দেশের কল্যাণ নিশ্চিত করা যাবে।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান এদেশের প্রতিবন্ধী মানুষের প্রতি অত্যন্ত সহানুভূতিশীল ছিলেন। তারই উদ্যোগে যুদ্ধ বিধ্বস্ত বাংলাদেশে ১৯৭৪ সালে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে তৎকালীন সমাজকল্যাণ পরিদফতরের উদ্যোগে ৪৭টি সাধারন বিদ্যালয়ে দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের সমন্বিত শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ করে দেয়া হয়। বর্তমান সরকার আসার পর সব ক'টি জেলায় সমন্বিত শিক্ষা কর্মসূচী চালু করা হয়েছে। এছাড়া সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে সরকার পরিচালিত প্রতিবন্ধীদের জন্য যে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো আছে তা অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত উন্নীত করন, যে সমস্ত প্রতিবন্ধী অত্যন্ত দুঃস্থ এবং বয়স্ক তাদেরকে নির্দিষ্ট হারে ভাতা প্রদান, শিক্ষিত প্রতিবন্ধীদের প্রশিক্ষণ ও পূনর্বাসনের ব্যবস্থা করা সহ তাদের জীবন মান উন্নয়নের সহযোগিতা প্রদানে বর্তমান সরকার বদ্ধপরিকর। তারা যাতে সমাজে মর্যাদার সাথে পূনর্বাসিত হতে পারে সেই লক্ষ্যে আমাদের সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টা প্রয়োজন।

আমি এই দিবসের গৃহীত সকল কার্যক্রমের সাফল্য কামনা করি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবি হোক।

ডাঃ মোজাম্মেল হোসেন
প্রতিমন্ত্রী
সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় এবং
মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়।

বাণী

সমগ্র বিশ্বে আজ আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী দিবস '৯৮ পালিত হচ্ছে। বাংলাদেশও অতিশয় আন্তরিকতার সাথে দিবসটি পালনের উদ্যোগ গ্রহন করেছে। এ উপলক্ষ্যে পত্রিকায় একটি বিশেষ ক্রোড়পত্র প্রকাশ করা হচ্ছে, যা অবশ্যই প্রশংসনীয় উদ্যোগ।

প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠি আমাদের সমাজের এক অবিচ্ছেদ্য অংগ। আজ এদের অবহেলার মধ্যে রেখে সমাজের অগ্রগতি সম্ভব নয়। তাদের বিষয়টি এখন আর শুধুমাত্র কল্যাণমূলক বিষয়ই নয় বরং নিঃসন্দেহে এটা উন্নয়ন মূলক কর্মকান্ডেরই অংশ।

প্রতিবন্ধীদের প্রতি যাতে কোন প্রকার অন্যায় অবিচার করা না হয় সেজন্য আমাদের সকলকে তৎপর থাকা প্রয়োজন। প্রতিবন্ধীদের মধ্যে অনেকেরই কিছু না কিছু প্রতিভা রয়েছে। তাদের সেই সুপ্ত প্রতিভাকে বিকাশের সুযোগ দিয়ে তাদেরকে দেশ ও জাতির উন্নয়নে কাজে লাগানো যেতে পারে। আমাদের মনে রাখা প্রয়োজন যে প্রতিবন্ধীদের বঞ্চিত করার অর্থ নিজেদেরই বঞ্চিত করা।

আমি, বিশ্বের সকল প্রতিবন্ধীদের সুখময়, সুন্দর ও ভাবনাহীন জীবন কামনা করছি।

মীর শাহাবুদ্দিন
মহা-পরিচালক
সমাজসেবা অধিদফতর।

বাণী

জাতিসংঘ তাদের ৩৭ তম সভায় ৪৭ নং রেজুলেশন মতে ৩রা ডিসেম্বর কে "আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী দিবস" হিসেবে ১৯৯২ সালে ১৪ই অক্টোবর ঘোষণা করেছে। আজ ৭ম "আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী দিবস"। বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় ও ন্যাশনাল ফোরাম অব অর্গানাইজেশনস ওয়ার্কিং উইথ দি ডিসএ্যাবল্ড্-এর উদ্যোগে আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী দিবস জাতীয় পর্যায়ে পালন করে আসছে। প্রথম বারের মত এবার দিবসটি দেশের জেলা পর্যায়েও পালিত হচ্ছে। আগামীতে দিবসটি উদযাপন থানা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে সম্প্রসারিত করার চিন্তা ভাবনা সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের রয়েছে।

প্রতিবন্ধী সন্তান বা ব্যক্তিকে পরিবার প্রায়শঃই আশীর্বাদ রূপে দেখে না, অথচ প্রতিবন্ধীরাও এ মাটিরই সন্তান। অভিজ্ঞতা হতে দেখা গেছে যে প্রতিবন্ধীদেরকে উপযুক্ত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দান এবং আনুষঙ্গিক সাহায্য করলে তাঁরাও সমাজে সফল অবদান রাখতে সক্ষম হয়। সেদিকে লক্ষ্য রেখে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় প্রতিবন্ধীদের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের জন্য উপযুক্ত প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি করে এগুলোর মাধ্যমে তাঁদের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেছে। সরকার প্রতিবন্ধীদের জন্য অঘোষিত পদের চাকুরীর ক্ষেত্রে ১০% পদ সংরক্ষণের ব্যবস্থা রেখেছে। প্রতিবন্ধীদের কল্যাণে দৃষ্টি দেয়ার ব্যাপারে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কলম্বোতে অনুষ্ঠিত গত সার্ক সম্মেলনে কতিপয় ঘোষণাও দিয়েছেন; পরবর্তীতে ঐ সম্মেলনে তা গৃহীতও হয়েছে। উহা হতে প্রতিবন্ধীদের কল্যাণের জন্য সরকার প্রধানের আন্তরিক সদিচ্ছার ও আগ্রহের প্রকাশ পায়।

বাংলাদেশের জন্য দিবসটির তাৎপর্য অত্যধিক। আমাদের দেশে এক কোটি বিশ লক্ষ লোক অর্থাৎ মোট জনসংখ্যার শতকরা ১০ভাগেরও বেশী লোক কোন না কোন ভাবে প্রতিবন্ধী। দৃষ্টি, শ্রবণ, মানসিক, শারীরিক এবং সামাজিক প্রতিবন্ধী এ বিপুল সংখ্যক জনগোষ্ঠীকে যথাযথভাবে পুনর্বাসিত করতে হলে সরকারের পাশাপাশি অসরকারী সংস্থাসমূহসহ গোটা সমাজকে এগিয়ে আসতে হবে। প্রতিবন্ধীরাও আমাদেরই আত্মীয় এবং এদেশেরই সন্তান। তারাও সমাজে সকল পর্যায়ে সমঅধিকার ও সমসুযোগ পাওয়ার দাবীদার। সমাজে তাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের মাধ্যমে সমঅধিকার নিশ্চিত করা আমাদের সকলের একান্ত দায়িত্ব।

দিবসটি পালনের মাধ্যমে এবিষয়ে যদি সারা দেশে গণসচেতনতা সৃষ্টি হয়, তবেই দিবসটি পালনের উদ্দেশ্য সাধিত হবে।

আমি দিবসটির সফল উদযাপন কামনা করছি।

ডঃ কৃপদা মোহন দাশ
ভারপ্রাপ্ত সচিব
সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়।